Journal of Cultural Research Studies, Vol-III Issue-1(2024), p85-89. (ISSN 2583-6137)
A Blind Peer-Reviewed International Multidisciplinary Online Open Access Journal.

ডাইনি : সাঁওতাল সমাজের অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রতি একটি অন্ধবিশ্বাস

করম চাঁদ মান্ডি

গবেষক, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

Email: kcmandi1@gmail.com

সারসংক্ষেপ : *এই গবেষণাধর্মী নিবন্ধে আলোচিত হয়েছে সাঁওতাল সমাজের 'ডাইনি প্রথা' নামক একটি অন্ধবিশ্বাস। 'ডাইনি প্রথা' আমাদের সভ্যতাকে চ্যালেঞ্জ জানায়। কেন এই ডাইনি ? এ কি কেবল এক কুসংস্কার, না এর পরতে পরতে আছে আর্থ সামাজিক জগদ্দল পাথর। এই প্রথার জন্য বহু সাঁওতাল মহিলাকে অসহায় ভাবে মৃত্যুবরণ করতে হয়। সাঁওতালরা এখনও শহরাঞ্চল থেকে অনেক দূরে বসবাস করেন। ফলে সেরকম ভাবে শিক্ষার আলো পায়না। তাদেরকে দারিদ্র্যতার মধ্যে দিয়ে জীবন কাটাতে হয়। দারিদ্র্য এবং মূলত শহরাঞ্চল থেকে অনেক দূরে বসবাস করার জন্য ভালো চিকিৎসা ব্যবস্থা পায়না। ফলে তাদেরকে 'জানগুরু' অর্থাৎ ওঝার উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকতে হয়। সাধারণ রোগে 'ওঝার' দেওয়া শিকড়-বাকড়, মন্ত্র, জলপড়া ইত্যাদি দিয়ে উপশম পাওয়া গেলেও জটিল বা দুরারোগ্য ব্যাধি তাতে সারে না। আর তখনই ওঝারা নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে আশ্রয় নেন কল্পিত সব অতিপ্রাকৃত শক্তির। দুরারোগ্য ব্যাধি উপশম না হবার পিছনে নাকি 'ডাইনি'দের হাত আছে। এমন কথা বলতে থাকেন 'জানগুরু' অর্থাৎ ওইসব ওঝার দল। এইসব ওঝার কুদৃষ্টির ফাঁদে পড়লে আর কোনো নিস্তার নেই। আজ নয়তো কাল 'ডাইনি' অপবাদে দন্ডিত হতে বাধ্য।*

সূচক শব্দ : ***সাঁওতাল , সমাজ , ডাইনি , ওঝা, অতিপ্রাকৃত***

মূল আলোচনা : সাঁওতাল সমাজের একটি অন্ধবিশ্বাস হল ডাইনি প্রথা। এই প্রথায় বলি হতে হয় বহু অসহায় সাঁওতাল মহিলাকে। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, মালদা প্রভৃতি জেলার কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা হল কারণ গত কয়েক বছরে এই জেলাগুলিতেই তথাকথিত 'ডাইনি' হত্যার ব্যাপারটা ঘটেছে সবচেয়ে বেশি। তবে সাঁওতাল জনজাতি বেশ কিছু সংখ্যায় বসবাস করেন এমন অন্যান্য জেলাতেও এই ধরনের ঘটনা বিরল নয়। প্রশাসন এবং বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদের কাছে এই ঘটনাগুলো জটিল এক সামাজিক সমস্যারই বহিঃপ্রকাশ হিসেবে গণ্য হচ্ছে স্বভাবতই। সমাজবিজ্ঞানীরাও এই ডাইনি হত্যা আর পরবর্তী ওইরকম সব স্বীকারোক্তির অন্তর্নিহিত মানসিকতা যে কি, তাই নিয়ে যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করছেন।

সাঁওতাল জনজাতি মানুষের সঙ্গে অতীতে জঙ্গলের নিবিড় সম্পর্ক ছিল। সেইজন্যেই বোধহয় সাঁওতালদের বিশ্বাস দেবতা বা অপদেবতারা জঙ্গলেই বাস করতেন। আদিবাসী মানুষের প্রতিদিনকার জীবনযাত্রার সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ছিল অপদেবতার প্রভাব। সাঁওতাল জনজাতিদের মধ্যে একটা প্রাচীন জনপ্রিয় প্রবাদ আছে, 'সেই সাঁওতাল প্রকৃত সাঁওতাল নয়, যে ডাইনি বিশ্বাস করে না'[২]। এই যে বিশ্বাস, সে তো আজকের নয়। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের আদিম মানুষের ধর্ম বিশ্বাস ছিল না। শুধু ছিল জাদু বিশ্বাস। ধর্ম বিশ্বাসের সঙ্গে জাদু বিশ্বাসের সংঘাতের মাঝে কোথাও ডাইনি প্রথার শুরু বলা যায়। জাদু বিশ্বাস পৃথিবীর সঙ্গে মানুষের সংগ্রামের প্রেরণা জুগিয়েছে। ধর্ম বিশ্বাস শিখিয়েছে সর্বশক্তিমানের কাছে প্রার্থনা। ভারতবর্ষের আদিবাসী সম্প্রদায় যারা প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় ভাবে জড়িয়ে ছিল, ব্রিটিশরা আসার পর তাদের মূল চরিত্রটাই বদলে যেতে লাগল। প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে শ্রমিক বৃত্তি হিসেবে তাদের নতুন করে সমাজ গড়ে দেওয়া হল। খ্রিস্টান ধর্মের প্রভাবে প্রভাবিত হলেও অপদেবতার ধারণা থেকে মুক্তি হল না। বলা যায় তাদের যে ধরনের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক জীবনে বেঁধে ফেলা হল, সেখানে অপদেবতার অস্তিত্ব বদলে গিয়ে ডাইনির অস্তিত্ব এমন ভাবে তৈরি করা হল যে ব্যক্তিগত সংঘাত, ঈর্ষা, লোভ, শ্রেণিসংঘাত সব কিছুরই বহিঃপ্রকাশ ডাইনি সম্বোধনের মধ্যে হতে লাগল।

অস্ট্রিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এই সাঁওতাল জনজাতি নিজেদের সামাজিক সত্তাকে পৃথক রাখার প্রয়োজনেই যেমন নিজস্ব বিচার ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন, তেমনিই নিজস্ব ধারার একটা চিকিৎসাপদ্ধতিও তৈরি করেছেন সুদীর্ঘকাল ধরে। জংলি গাছ-গাছড়া এবং জীবজন্তুর দেহাংশ থেকে তৈরি ওষুধ-বিষুধ ব্যবহার করে সারা সমাজের মানুষের সুস্থতা এবং নিরাময়ের ধারাটা যারা বহন করেন, সাঁওতাল সমাজে তাদের পরিচয় হল 'ওঝা'। দারিদ্র্য এবং মূলত শহরাঞ্চল থেকে অনেক দূরে বাস করার কারণে সাধারণ ভাবে ওঝাদের ওপরেই নির্ভরশীল হতে হয় সাঁওতাল গোষ্ঠীর মানুষদের। এইখানেই আবার সমাজ–মানসিকতার ক্ষেত্রে একটা জটিলতার সূত্রপাত হয়ে থাকে হামেশাই। সাধারণ রোগ-বালাই সারানোর ব্যাপারে ওইসব শিকড়-বাকড় ইত্যাদি দিয়ে তৈরি ওষুধই যথেষ্ট হলেও, জটিল বা দুরারোগ্য ব্যাধি তাতে সারে না। আর তখনই ওঝারা নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে আশ্রয় নেন কল্পিত সব অতিপ্রাকৃত শক্তির। রোগের উপশম না হবার পিছনে নাকি ডাইনিদের হাত আছে। এমন কথা বলতে থাকেন ওই ওঝার দল। এই প্রতারণার ফাঁদে নিজেদের অজান্তেই পা দিয়ে বসে আদিবাসী মানুষগুলি।

ভারতবর্ষের প্রায় সব আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে এই ডাইনি বিশ্বাস প্রচলিত। এই অন্ধবিশ্বাস থেকে এখনও অনেক আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ মুক্ত হতে পারেনি। তাদের বিশ্বাস ডাইনিরা নিজস্ব বিশেষ ক্ষমতা বলে মানুষের ক্ষতিসাধন করতে সক্ষম হয়। তাই তারা সকলের কাছে ভীষণ ভীতির কারণ হয়ে ওঠে। ডাইনির কবলে পড়লে শিশু থেকে শুরু করে প্রাপ্ত-বয়স্ক মানুষ পর্যন্ত বিভিন্ন রোগে জরাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। চিকিৎসার জন্য তাদের কোনো সামর্থ্য থাকে না। ফলে ধীরে ধীরে রক্তশূন্যতায় মারাও যেতে পারে। সাঁওতাল সমাজে ডাইনি সম্পর্কে আরো কিছু বিশ্বাস লক্ষ্য করা যায়। কোনো কোনো মহিলা গুপ্ত কিছু বিদ্যা সাধন করে 'অপদেবীর' ক্ষমতা অর্জন করে। এইসব মহিলারা নিদ্রিত কোনো যুবতীকে তুলে নিয়ে গিয়ে জোর করে কুমন্ত্র অর্থাৎ গুপ্তবিদ্যা শিখিয়ে নিজেদের দলবৃদ্ধি করেন। যদি কেউ এইসব কুমন্ত্র শিখতে না চায়, তাহলে তাকে মন্ত্রবলে হত্যা করা হয়। যতক্ষণ মহিলারা বাড়ির বাইরে এই গুপ্ত বিদ্যা শিখতে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত বাড়ির কেউ জানতে পারবে না।

এমনকি বিবাহিত মহিলার ক্ষেত্রে তাঁর পাশে ঘুমিয়ে থাকা স্বামীও টের পায় না ওই মহিলার অনুপস্থিতির ঘটনা। এইসব উচাটন-মারণ-বশীকরণমূলক অভিচার-শিক্ষণ সাধারণত দেওয়া হয় কোনো নির্দিষ্ট তিথিতে। বিশেষত অমাবস্যার রাত্রে। বিভিন্ন বাড়ি থেকে এইসব কুবিদ্যা জ্ঞানী সম্পন্ন মহিলারা গভীর রাত্রে জড়ো হন 'জাহের থানে' বা চৌ রাস্তার মোড়ের কোনো গাছ তলায়। সম্পূর্ণ নিরাবরন দেহে, কোমরে ঝাঁটা বেঁধে, মাথায় মিটমিটিয়ে জ্বলা তেলের প্রদীপ নিয়ে নাচ-গান ইত্যাদি করার ফাঁকে ফাঁকে তাদের কুমন্ত্র তথা ডাইনি বিদ্যা শেখানো হয়। এই ডাইনি বিদ্যা শিক্ষার পরে চেলাদের অর্থাৎ শিষ্যদের কঠিন এক পরীক্ষায় সম্মুখীন হতে হয়। নিজের ছেলে-মেয়ে, স্বামী , শ্বশুর-শাশুড়ির ওপর এই কুমন্ত্র অর্থাৎ ডাইনি বিদ্যা প্রয়োগ করেন। অল্প দিনের মধ্যে কোনো আপনজনের হঠাৎ মৃত্যু হলে তাঁর 'ডাইনি বিদ্যা' শেখা সম্পূর্ণ হয়েছে বলে ধরা হয়।

এই ডাইনি বিশ্বাসের ফলে দেখা যায় যে, গ্রামে হঠাৎ কোনো মানুষ বা পশু মারা গেলে সাধারণ মানুষ জানগুরু অর্থাৎ ওঝার কাছে ছুটে যান। সেই সময় জানগুরু দুর্বোধ্য কিছু শব্দে তৈরি মন্ত্র উচ্চারন করতে থাকেন। যাতে তাঁর আরাধ্য বিশেষ কোনো বোঙ্গা এসে হাজির হন। এই বোঙ্গা আবির্ভাবের উপলক্ষ্যটি সহজ সরল গ্রামবাসীদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলে। সেইসময় জানগুরুর সাগরেদরা নানা রকমের আওয়াজ-টাওয়াজ করে একটা অলৌকিক পরিবেশ বানিয়ে তোলে। জানগুরুরাও বিচিত্র সব আচরণ করতে থাকে। ফলে সব মিলিয়ে জান গুরুরা যা বলেন সাধারণ মানুষ তাই বিশ্বাস করে। এইভাবেই সাধারণ মানুষ প্রতারণার শিকার হয় । সাঁওতালদের মধ্যে কঠোরভাবে সামাজিক-অনুশাসন প্রচলিত আছে। কেউ সামাজিক অনুশাসন ভাঙ্গলে তাকে কঠোর শাস্তি পেতে হয়। এমনকি জরিমানাও দিতে হয়। জানগুরুদের কুটিল প্ররোচনায় সমাজের অনেক মহিলাকে ডাইনি অপবাদ দেওয়া হয়। ফলস্বরূপ তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দেওয়া হয়। সোমনাথ চক্রবর্তী একটি প্রবন্ধে (পরিবর্তন, ৩০ জুন ১৯৮২) "পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বীরভূম, বর্ধমান ও মালদা জেলায় ডাইনি হত্যায় বেশ কিছু ঘটনার উল্লেখ করেছেন। দুই বছর দশ মাসের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের দশটি জেলায় তিনি ৩৬টি ঘটনা পেয়েছেন। সেই সময়ে ২৬ জন ব্যক্তির ২৫টি ঘটনায় মৃত্যুমুখে পড়তে হয়েছে"[৩]। "অসিতবরণ চৌধুরী তাঁর (সাঁওতাল সমাজ : ডাইনি ও বর্তমান সংকট) প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে সমস্যাটি মালদা জেলায় প্রবল। বরিন্দে ১৯৭৮-৭৯ সালে ১২টি ডাইনি হত্যার ঘটনায় ১৬ জন তথাকথিত ডাইনি নিহত হয়। সেই সময় ২৫ জন সাঁওতাল নারীকে পুলিশ নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে। ১৯৮০-৮১ সালে ২১ জন ঘোষিত ডাইনিকে পুলিশ উদ্ধার করে। ৪১ জন ডাইনি নিহত হয়। ১৯৮২ সালে মোট ২০টি নরহত্যার মধ্যে ১১টি ছিল ডাইনি হত্যার। ১৯৮৩ সালেও ন'জন ডাইনিকে হত্যা করা হয়। কেবল মালদা জেলার বরিন্দ এলাকার তথ্য থেকেই সমগ্র আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে এই ভয়াবহ সমস্যার বিস্তৃতি ও গভীরতা সম্বধে মোটামুটি ধারণা করা যায়। ১৯৫০ থেকে ১৯৭৬ পর্যন্ত ৯৫টি নরহত্যার ঘটনা পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে ৪৬টি ডাইনি সংক্রান্ত ঘটনা"[৪]।

আদিবাসী সমন্বয় কমিটি জন্মলগ্ন থেকেই 'ডাইনি' সংক্রান্ত বিষয়ের ওপরে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। ইতিমধ্যে এ বিষয়ে 'জানগুরু' অর্থাৎ ওঝাদের সাথে অনেক আলোচনা করা হয়েছে। যারা ডাইনি ও অপদেবতাদের শনাক্ত করে থাকে এবং তাদের কথায় বিশ্বাস করে সমাজে শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহন করে। সমন্বয় কমিটি মনে করে আদিবাসী সমাজের বিকাশের পথে এইরকম অন্ধবিশ্বাস একটি প্রধান বাধা। অন্যায়ভাবে আদায় করা জরিমানার

টাকা ফেরত দিতে বাধ্য করেছে সমন্বয় কমিটি। এছাড়াও অন্ধবিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে যে শোষনের ব্যবস্থা তাকেও প্রতিহত করার জন্য সমন্বয় কমিটি অনেক কার্যকর ব্যবস্থা নিয়েছে। বহু পরিবারকে হত্যার হাত থেকে বাঁচিয়েছে। বর্তমানে শিক্ষিত সমাজে আদিবাসীদের মধ্যে এক নতুন যুগের উদ্বোধন ঘটছে। ফলে সাঁওতাল সমাজ অন্ধকুসংস্কার থেকে অনেকটা দূরে সরে এসেছে। ধীরে ধীরে ডাইনি হত্যার মতো সামাজিক অন্ধবিশ্বাস সম্পূর্ণ দূর হবে। ফলে একদিন সাঁওতাল সমাজে নবচেতনার পূর্ণবিকাশ ঘটবে।

তথ্যসূত্র

লাহিড়ী বড়ুয়া, সুপর্ণা, “ডাইনি হত্যার উৎস সন্ধানে”(জানুয়ারি, ২০১৬) সেতু প্রকাশনী, পৃষ্ঠা - ৫৯

লাহিড়ী বড়ুয়া, সুপর্ণা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা – ৬৯

লাহিড়ী বড়ুয়া, সুপর্ণা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা – ৯৯

লাহিড়ী বড়ুয়া, সুপর্ণা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা – ১২৯

ঘোষ, অমলকুমার, “বাংলা সাহিত্যে অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃত”(১৯৮৯), পুস্তক বিপণী, পৃষ্ঠা – ৬

ঘোষ, অমলকুমার, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা – ৭